www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

বই হইহই

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

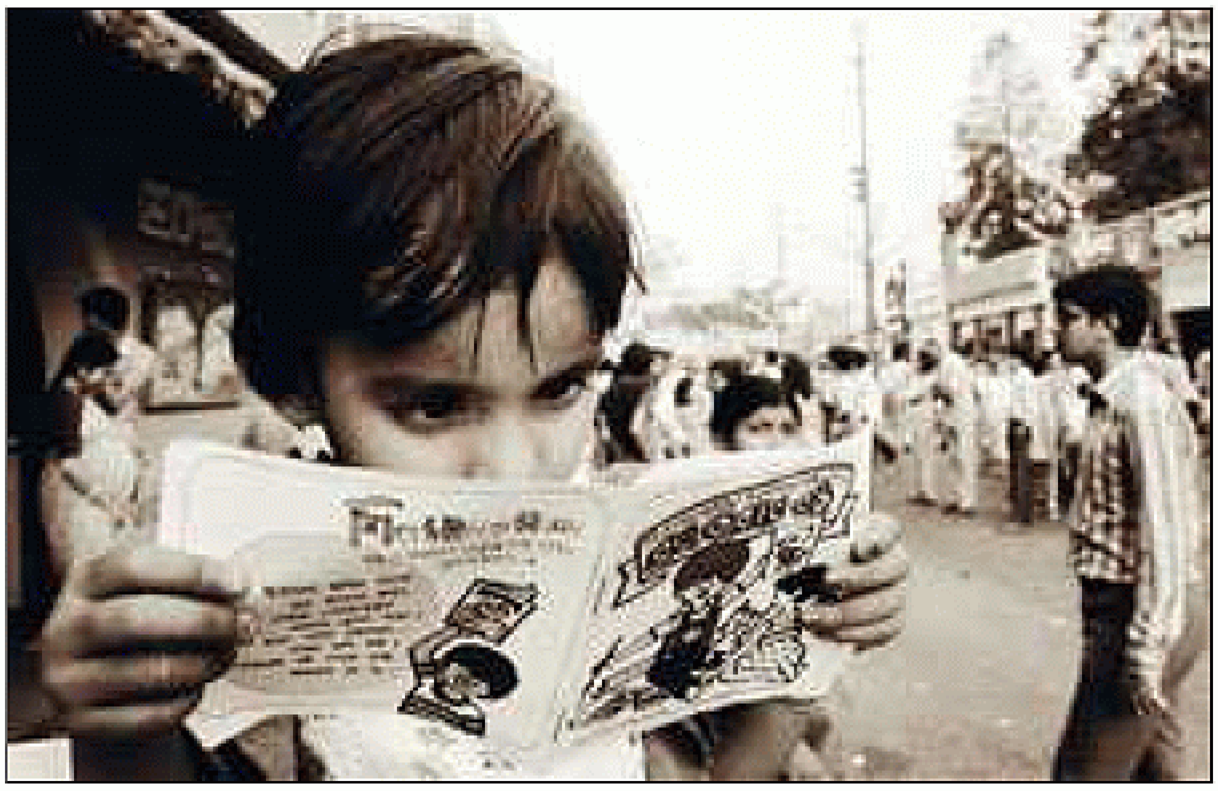

গত বছরই বইমেলাতে জোর গুঞ্জন— আশঙ্কাটা নাকি সত্যি হতে চলেছে, এ বারই লাস্ট, পরের বার থেকে বইমেলা তার তল্পিতল্পা নিয়ে বসবে গিয়ে সেই ধাপায়। থুড়ি, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে। অনেক দিন ধরেই ফোর্ট উইলিয়াম তর্জনী নাচাচ্ছে, মিটিং, মিছিল, মেলার উৎপাতে তাদের গড়ের মাঠে টাক পড়ে গেল, এ বার ও সব বন্ধ হোক। সবুজিয়ারাও হল্লা জুড়েছে, চলবে না, চলবে না, কলকাতার ফুসফুসকে আর জখম করা চলবে না। বইমেলাকে আশকারা দিলে চর্ম-তাঁত-মৃৎশিল্পরাই বা ছাড়বে কেন? অতএব, বইমেলাও মানে মানে কেটে পড়ুক। জৈবিক অবিভঞ্জনশীল আবর্জনার হাত থেকে ময়দান বেচারা রেহাই পাক। তা সে ি মলিটারি আর পরিবেশবিদদের যুগলবন্দির ফল ফলেছে এত দিনে, মেলাকে নাকি সরতেই হচ্ছে ময়দান ছেড়ে।

ব্যস, বারতা রটার সঙ্গে সঙ্গে হইচই। তুফান। প্রকাশক, লেখক, পাঠক, অপাঠক, চিত্রকর, গায়ক, অভিনেতা, খেলোয়াড়, এমনকী ভেলপুরি ে মাগলাই ফিশফ্রাই বিক্রেতারাও বাদ-প্রতিবাদে মুখর। ইল্লি রে, যেখানে সেখানে বইমেলাকে হটিয়ে দিলেই হল, বইয়ের একটা প্রেস্টিজ নেই? খানাপিনা, টিভি ছবি পুলিশ মোবাইল-টোবাইল মিলিয়ে মেলায় এখন স্টল প্রায় হাজার ছুঁই ছুঁই। সবাইকে নতুন জায়গায় ধরানো সম্ভব নাকি মশাই? ময়দান ছাড়া অমন একটা মমার্ত বানানো যাবে? দেখুন গিয়ে, শেষমেশ হয়তো লিটল ম্যাগাজিনের মাথাতেই কোপটা পড়ল!

যেখানে বই পোড়ানো হয়, সেখানে এক দিন না

এক দিন মানুষ পোড়ানো হবেই: হাইনরিখ হাইনে

নাহ্, লোক হবে না, কেউ যাবে না। ছোট জায়গায় অত সুন্দর একখানা অডিটোরিয়াম, প্রেস কর্নার ব্যাঙ্ক, এ সি হল... অসম্ভব, অসম্ভব। বই বিক্রির ও বারোটা, বচ্ছরকার ব্যবসাটাও লাটে। ...আরে, না না, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কলকাতার পাবলিককে এখনও চিনলেন না? হুতোমের কলকাতা কিস্‌সু বদলায়নি, দাদা। হুজুগের গন্ধ পেলে কলকাতার যে মুলুকেই হোক, পাবলিক ঠিক পৌঁছে যাবে। আর, বইমেলাই তো কলকাতার সেরা হুজুগ, হেঁ হেঁ।

বইয়ের নাম করে বেরিয়ে ধুলো খেতে খেতে রং-বাহারির ভিড়ে ধাক্কাধাক্কির উত্তেজনা কি ছাড়তে পারবে মানুষ? তা ছাড়া, নৈহাটি, বারাসাত, সোনার পুর, বজবজ পাবলিকের কাছে ময়দানই বা কী, বাইপাসই বা কী! হ্যাঁ, হাওড়া-হুগলিরা একটু ঝামেলায় পড়বে, তবে তাদের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। স্পেশাল বাস, স্পেশাল মিনি, শেয়ার ট্যাক্সি, শেয়ার অটো...। আহা, দাঁড়ান, দাঁড়ান, ময়দান থেকে বইমেলাকে ভাগানো অত সহজ নাকি? আমাদের বুদ্ধবাবু আছেন না! প্লাস শোনা যাচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়ামের মাথায় নাকি এখন এক বাঙালি! সোমোসকৃতিমনোস্‌কো কলকাতার প্রাণের মেলা ময়দানেই টিঁকে যাবে ঠিক।

তবু, দাবি-দাওয়া তো থামালে চলবে না। বইপ্রেমীদের মিছিল স্লোগানে মেলা নিনাদিত— সইছি না, সইব না। হটছি না, হটব না। শুরু হল গণস্বাক্ষর সংগ্রহ। ইস্যু-ছোঁকছোঁক টিভি চ্যানেলরাও চরকি খাচ্ছে মেলাময়। সেলিব্রিটি পেলেই কট্, কমন পাবলিকের মুখের সামনেও ঝপাৎ ঝপাৎ বুম— আপনি কি বাইপাস চান? মেজরিটি অবশ্যই 'না'। তবে, উল্টো গানও গাইছে কেউ কেউ। ইফ হার্ট-লাং কন্ডিশন ইজ সিরিয়াস, হোয়াটস রং ইন বাইপাস! বরং মেলাটা একটু কমপ্যাক্ট হবে। শুধুমুধু মজা চাখতে আসা ভিড় পাতলা হবে অনেক।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সমস্ত রকম জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বইমেলা আবার বইমেলাতেই। এ বছরও ময়দানে। নিজস্ব জমাটি জায়গাটিতেই। একত্রিশে পা রাখা টগবগে জোয়ান কলকাতা পুস্তকমেলাও কোমর বেঁধে তৈরি। বহির্বিশ্বকেও রীতিমাফিক ডেকে আনছে আঙিনায়। এ বারের থিম স্পেন। লোরকার স্পেন। বুল ফাইটারের দেশ স্পেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের স্বপ্নের দেশ স্পেন। সালভাদোর দালির পরাবাস্তবতার দেশ স্পেন।

একটা লম্বা দিনের শেষে বাড়িতে একটা অপূর্ব বই অপেক্ষা করছে, এর চেয়ে সুখের কী আছে?: ক্যাথলিন নরিস

বইপাড়াতেও এখন যুদ্ধকালীন অবস্থা। শেষ মুহূর্তের হুটোপুটি। ডি টি পি,

প্রুফ রিডার, প্রচ্ছদশিল্পী, প্রেস, দফতরিখানা— সকলেরই নাওয়া-খাওয়া মাথায়। প্রকাশকদের কপালে ইয়া ইয়া ভাঁজ! নতুন বইগুলো সময়মত মেলায় পৌঁছবে তো? লিটল ম্যাগাজিনের ঝকঝকে তরুণ মুখগুলো উদ্বেগে ছায়াময়, প্রিন্টারের দরজায় যা কিউ, বইমেলা-সংখ্যাটি বুঝি বইমেলায় আর বেরোল না!

চিন্তারই কথা। পুজো সংখ্যার মতো বইমেলা সংখ্যাও এখন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর, প্রকাশকদের কাছে তো বইমেলা মানেই বচ্ছরকার ব্যবসার পিক আপ মোমেন্ট। পুরনোর সঙ্গে নতুন টাইটেল কিছু যোগ করতেই হবে। কলেজ স্ট্রিটে পয়লা বৈশাখের রমরমার দিন কবেই ম্লান! এখন বাংলা প্রকাশনার যাবতীয় উদ্যোগ এই বইমেলাকে ঘিরেই। বইমেলাকে কেন্দ্র করেই ব্যবসার ওঠা-পড়া, বইমেলার ভরসাতেই কত লোকের রুটিরুজি। ভাবতে ভাল লাগে, কলকাতার মেলাকে মধ্যমণি করে বই-এর উৎসব এখন ছড়িয়ে গেছে জেলায় জেলায়, সদরে সদরে, এমনকী প্রায় গ্রামাঞ্চলেও। কলকাতা বইমেলা যদি হয় বড়দা, তবে বাকিরা সবাই ছোট ভাই-বোন।

তা, বড়দা বলে কথা, তার আকৃতি প্রকৃতি, ধরনধারনও তাই খানিক অন্য রকম। শুধু সাইজেই প্রকাণ্ড নয়, দারুণ জমকালোও বটে। যতটা ভারিক্কি, ততটাই বুঝি লঘুও। পুরু চশমা গ্রন্থকীট জ্ঞানের আকর খুঁজে বেড়াচ্ছে, ভারী ভারী আলোচনায় অডিটোরিয়াম গমগম, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বইপ্রেমী বই-এর বোঝা নিয়ে ঝপাৎ বসে পড়ল ধুলোকাদায়, ঝুঁকে পড়ে সদ্য কেনা বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে...।

আবার পাশাপাশি পাটিসাপটা, পুলিপিঠে, বিরিয়ানি, কাবাব, চাপ, দই আইসক্রিম, চা-কফির দোকানও সরগরম। সাহেব মেম, আফ্রিকান, মঙ্গোলিয়ান, দিল্লিওয়ালা, দক্ষিণী, বালুরঘাট, বেড়াচাঁপা, মাথাভাঙা, মছলন্দপুর— কে না মেলায় হাজির! কেউ শুধু ঘুরপাক খেয়েই ডগমগ, কেউ বা দিঘির পাড়ে নিরালা কোণটি খুঁজে নিয়ে সদ্য কেনা প্রিয় বইটির মলাটে হাত বুলিয়ে শিহরিত হচ্ছে। সত্যি, এ এক বিশাল ক্যানভাস!

টিভি আমার কাছে সবচেয়ে শিক্ষামূলক ব্যাপার। যেই কেউ টিভি খোলে,
আমি লাইব্রেরি চলে গিয়ে একটা বই নিয়ে বসে যাই: গ্রাউচো মার্ক্স

প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে কত যে ছবি আঁকা হয়ে চলেছে এই ক্যানভাসে।... সাতাশ বছর আগে শেষ দেখা হওয়া বন্ধুর সঙ্গে মেলার মাঠে হঠাৎ মুখোমুখি। দু'জোড়া চোখেই জ্বলে উঠল হাজার ঝাড়বাতি। দমদমের দিব্য আর বেহালার বর্ণালির এখানেই আলাপ হয়েছে সদ্য, ভিড়ের মাঝেই নিভৃত হয়ে তারা স্থির করছে কোন স্টলের সামনে ফের দেখা হবে কাল। চার বছর আগে সম্পর্কটা চৌচির, হঠাৎই শর্মিষ্ঠার সামনাসামনি পড়ে গেল রাহুল,

ক্ষণিকের জন্যে থমকেও অপরিচিতের ভঙ্গিতে পরস্পারের পাশ কাটিয়ে আবার দুজনে দুদিকে। খানিক তফাতে গিয়ে ঘুরে তাকিয়েছে রাহুল, কিছুটা যেন উদভ্রান্ত চোখে, কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে আর দেখা গেল না! রাহুল ফের হাঁটছে, কিন্তু গতিটা যেন এ বার একটু শ্লথ।

রণপা পরে হাসির কবিতা বিক্রি করছেন লেখক স্বয়ং, ছেলের বায়না শুনে তার কাছ থেকে একখানা চটি বই কিনতে বাধ্য হল হাঁড়িমুখো মা। কামরা সমেত এক স্টিম ইঞ্জিন এনেছে রেল কোম্পানি, তাতে চড়তে বাচ্চা-বুড়োর লম্বা লাইন। এক দরজা দিয়ে ঢুকে আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা— তাতেই সবাই আহ্লাদে আটখানা।

জ্যোতিষীর দেওয়া চুনি, পান্না পোখরাজ খাঁটি কী মেকি, যাচাই করা হচ্ছে জি এস আই স্টলে। উৎসাহী গ্রহরত্নধারীরা ঢুকছে আর বিমর্ষ মুখে বাইরে এসে মাথা চুলকে হিসেব কষছে কত টাকার টুপি পরেছিল। এক কেজো মানুষ হনহনিয়ে এক স্টল থেকে আর এক স্টলে যেতে গিয়ে মাইকে শচীনকর্তার গান শুনে স্থাণু সহসা। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে উদাসী, ঠোঁটদুটো শুধু নড়ছে মৃদু মৃদু।

যে বলে জীবন মাত্র একটাই— নির্ঘাৎ বই পড়তে জানে না:

অজ্ঞাত

দৃশ্যপট বদলাচ্ছে অবিরাম। একটা জাম্বো ফ্যামিলি উথাল পাথাল ভিড়ের মাঝেও মাঠে টিফিন কৌটো খুলে বসে পড়ল, যেন জনারণ্যে পিকনিকে এসেছে তারা! নীল-সাদা ইউনিফর্ম ছাত্রীদের হ্যাট হ্যাট করে মেলা ঘোর াচ্ছেন এক রাগী দিদিমণি। নামী প্রকাশকদের স্টলের সামনে সরীসৃপের মতো লাইন। জনা আট-দশ ছেলেমেয়ে গিটার ম্যারাকাস বাজিয়ে গান ধরে ছে কোরাসে। এই বুঝি আরও একটা বাংলা ব্যান্ডের জন্ম হল! কাঁচুমাচু মুখ বইচোরকে কান ধরে ওঠবোস করাচ্ছে স্টল-মালিক। সাতান্ন, আটান্ন, উ নষাট...।

মমার্ত-এ স্বরচিত কবিতাপাঠের সঙ্গে ছবি এঁকে চলেছেন শিল্পী। দুপুরের ভিড় সন্ধেয় জনসমুদ্র! লিটল ম্যাগ প্যাভিলিয়নে পত্রিকার সদ্যোজাত সংখ্যাটির সূচিপত্র সরবে ঘোষণা করছেন সম্পাদক। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ জিন্‌স-পাঞ্জাবি অখণ্ড মনোযোগে শুনছে। নজরুলগীতি থামিয়ে মাইকে আবার বামাকণ্ঠ, পানিহাটি থেকে এসেছেন পাপিয়া রায়, আপনি যেখানেই থাকুন, অবিলম্বে গিল্ড অফিসের সামনে চলে আসুন। আপনার জন্য আপনার স্বামী হারাধন রায় সেখানে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু, হায়! হার াধনকে খুঁজে পাওয়া কি অতই সহজ! একে অডিটোরিয়ামে খ্যাতনামা কবিদের আসর বসেছে, তার ওপর সি এম স্বয়ং এখন দোতলায়, গিল্ড অফিসের সামনেটা কাব্যরসিক আর উর্দিধারী পুলিশে থইথই, পাপিয়ার

সেখানে পা রাখার জো আছে!

উঠতি চিত্রতারকাকে ধরে ফেলল টিভি অ্যাঙ্কর, হাঁটতে হাঁটতে বাইট দিচ্ছেন তারকা, পিছনে কৌতূহলী মানুষের ঢল। স্টলের বাইরে টুলে দাঁড়িয়ে প্রকাশকের কর্মচারী চোঙা ফুঁকছেন— এক বাক্সে ছ'জন লেখক! একসঙ্গে আধ ডজন! মাত্র দেড়শো টাকা, মাত্র দেড়শো!

বই ছাড়া একটা ঘর যেন আত্মা ছাড়া দেহ: সিসেরো

জনপ্রিয় সাহিত্যিকের খোঁজে স্টলে ঢুকে পড়ল কিশোরীর ঝাঁক। খিলখিল হাসি মাখানো অনুযোগের শর হানছে— তবে যে কাগজে দিয়েছেন, উনি আজ এখানে সাড়ে ছটা থেকে বসবেন? তরুণ কবিদের হাতে এক যশস্বী কবি ঘেরাও। পলকে কবির ঝোলা গোছা গোছা কবিতার বই-এ টইটুম্বুর। একা মনে হাঁটছেন লেখক, অনুরাগীরা ছেঁকে ধরল তাঁকে। সই চাই, সই।

বইমেলায় কবি সাহিত্যিকদের দিব্যি কদর। হওয়ারই কথা। এই মেলায় তাঁরাই তো প্রকৃত তারকা। প্রকাশকরা তাঁদের জন্য চেয়ার সাজিয়ে রাখবেন, পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের দেখবেন সসম্ভ্রমে, কবি-সাহিত্যিকরাও স্মিত মুখে বিলি করবেন অটোগ্রাফ, পাঠককুলের মুগ্ধতায় গর্বিত ভাব ফুটবে লেখকের মুখে— এমন সব দৃশ্য ছাড়া বইমেলা মানায় নাকি! আবার রয়্যালটি ফাঁকি দেওয়া প্রকাশক লেখককে দেখেই স্টলের আড়ালে ধাঁ— এমন দৃশ্যও তো বইমেলাতেই মানায়।

লেখক-পাঠক প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন মেলা বসত রবীন্দ্র সদনের সামনে। আমাদের এক লেখক বন্ধু একটি প্রকাশন সংস্থা খুলেছিল, বইমেলায় তার স্টলে এসে বসেছেন এক বিখ্যাত লেখক, সদ্য প্রকাশিত তাঁর একটি বইতে সই দিচ্ছেন, বইটি কাটছেও হুহু করে। এক সময় এমন অবস্থা হল, পাঠক-পাঠিকার ভিড়ে স্টল প্রায় ভেঙে পড়ার জোগাড়। লেখকের জনপ্রিয়তা দেখে অবাঙালি এক ব্যবসায়ী এতই বিমোহিত হয়ে পড়লেন, যে তিনিও একটি বই কিনে লেখককে দিয়ে সই করিয়ে পুরে ফেললেন ব্যাগে। এক বর্ণ বাংলা না জানা সত্ত্বেও।

আমার চিরকাল মনে হয়, স্বর্গ হচ্ছে এক রকমের লাইব্রেরি: হোর্হে লুই বোর্হেস

বছর দুয়ের আগেও প্রায় একই রকম দৃশ্য। এক লেখক অডিটোরিয়াম থেকে সবে বেরিয়েছেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাঠককুল। অটোগ্রাফের আবেদন নিয়ে এগিয়ে আসছে রাশি রাশি ছেঁড়া পাতা, ডায়েরি, খাতা, এমনকী বাসের টিকিটও। ভক্তের চাপে লেখকের প্রায় যাই যাই দশা। তারই মধ্যে শুনতে পেলেন অবাঙালি কণ্ঠস্বর— ইঁহা কেয়া হো রহা হ্যায় ভাই? অটোগ্রাফ? রাইটারকা? তো ফির মুঝে ভি এক চাহিয়ে।

কী বলা যায় একে? ক্রেজ? বাড়াবাড়ি? মজা পাওয়া? যাই হোক না কেন, দুটো ঘটনাই কিন্তু কলকাতা বইমেলাতেই সম্ভব। অনেকে অভিযোগ তোলেন, কলকাতা বইমেলা নাকি তার চরিত্র হারাচ্ছে ক্রমশ। আগে যা ছিল নিছকই বই-এর মেলা, এখন সেখানে হরেক চটুল আকর্ষণ। বপুটি ফুলে ফেঁপে উঠেছে বটে, তবে তা শুধুই মেদবৃদ্ধি, শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে না বড় একটা। আসছে লোক কাতারে কাতারে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন বই কেনে? বইকে সত্যি সত্যি ভালবাসেই বা ক'জন? আসে, ঘোরে ফেরে, খায়দায়, হইহল্লা করে, রঙ্গ-তামাশা দেখে, তার পর বড় জোর একটা কী দুটো বই কিনে, কিংবা আদৌ না কিনে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায়। হুজুগ, হুজুগ, বেশির ভাগটাই হুজুগ।

ঠিক কথা। তবু এই যে হইহই করে লোক আসছে, বই কিনুক, না কিনুক, বই-এর সান্নিধ্যে কাটিয়ে যাচ্ছে খানিকটা সময়, বই-এর গন্ধ শুঁকছে, তার কি কোনও মূল্যই নেই? ভিন রাজ্যের প্রকাশকরা প্রতি বছর ছুটে ছুটে আসেন শুধু কি বই বিক্রির আশায়? কলকাতার প্রাণোচ্ছ্বাস, বইমেলার জন্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ কি তাঁদের মনে এক ধরনের নেশা জাগিয়ে দেয়নি?

ক্লাসিক: যে বইয়ের প্রশংসা সবাই করে, কিন্তু কেউ পড়ে না: মার্ক টোয়েন

সম্প্রতি বাংগালোর বুক ফেয়ারে গিয়েছিলাম। প্যালেস গ্রাউন্ডে মেলা, অতিকায় মাঠের এক কোণে টিমটিম করছে, খুঁজে পাওয়াই যায় না। ভেতরে ঢুকে আরও হতাশ। ঢাকা দেওয়া এক মিনি স্টেডিয়ামে শ'দুয়েক মতো স্টল। মেঝে, আগাপাশতলা কার্পেটে মোড়া, কিন্তু প্রায় জনশূন্য। প্রায় শব্দহীন মেলায় ক্রেতা, বিক্রেতা মিলিয়ে সাকুল্যে পাঁচ-ছশো লোক হবে কি হবে না। কলকাতার বইমেলা ও রকম হয়ে গেলে আমাদের ভাল লাগবে কি?

তার চেয়ে বরং আমাদের বইমেলা এখনকার মতোই জমজমাট থাক চির কাল। হয়তো এ বছরই ময়দানে তার আয়ু শেষ। তা যেখানেই হোক, আগুনে পুড়েও যে মেলা নিঃশেষ হয়নি, ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছিল, কার সাধ্য তার জৌলুস কমায়! ময়দান থেকে যোজনখানেক হটে গেলেও কলকাতা পুস্তকমেলা কলকাতার বইমেলাই থাকবে। আর, হুজুগ নিয়ে সমস্যা? চিন্তা নেই। কচু কাটতে কাটতে ডাকাত হয়, বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে অপড়ুয়ারও পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে যাবে এক দিন।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com